**দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের**-২০২১ সালের **সার্বিক কার্যক্রমের তথ্যাদি:**

ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ হওয়ায় বর্তমান সরকার বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে আরো শক্তিশালীকরণ এবং প্রথাগত দুর্যোগ-পরবর্তী সাড়া প্রদান ও ত্রাণ কার্যক্রম থেকে সরে এসে সার্বিক ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনায় উত্তরণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ প্রবর্তনের মাধ্যমে ২০১২ সনে “দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর” গঠিত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী (SOD) হালনাগাদ করা হয়েছে। সরকার টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচিকে সম্পৃক্ত করতঃ সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। দুর্যোগ প্রবণ এলাকার জনসাধারণ, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিভিন্ন পেশাজীবীদের অংশগ্রহণে দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়মিত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও অর্জন নিম্নে তুলে ধরা হলো:

**জাতিসংঘ জনসেবা পদক ২০২১**

জাতিসংঘ বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে ‘জাতিসংঘ জনসেবা পদক ২০২১’ প্রদান করেছে। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচিতে (সিপিপি) নারীর ক্ষমতায়নে উদ্যোগের স্বীকৃতি হিসেবে ‘এসডিজি অর্জনে জেন্ডার-রেসপন্সিভ সেবা’ ক্যাটাগরিতে গত ১৩ ডিসেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে জাতিসংঘ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ পদক প্রদান করা হয়।

**সামজিক নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রমঃ**

**২০২০-২০২১ অর্থবছরঃ-**

1. কাবিখা কর্মসূচির আওতায় সাধারণ ও বিশেষ খাতে মোট তিন ধাপে ১২৩০,৮১,২১,৮৪৭/-(এক হাজার দুইশত ত্রিশ কোটি একাশি লক্ষ একুশ হাজার আটশত সাতচল্লিশ টাকা মাত্র) এবং প্রকল্প ভিত্তিক বিশেষ খাতে ৩৯,১৫,০৭,৬৩৩/-(উনচল্লিশ কোটি পনের লক্ষ সাত হাজার ছয়শত তেত্রিশ টাকা মাত্র) বরাদ্দ দেয়া হয়।
2. টিআর কর্মসূচির আওতায় সাধারণ/বিশেষ খাতে মোট চার ধাপে ১১৮৭,৮২,০০,০০০/-(এক হাজার একশত সাতাশি কোটি বিরাশি লক্ষ টাকা) বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
3. ১৬৫০.০০ (এক হাজার ছয়শত পঞ্চাশ কোটি) টাকা ব্যয়ে ইজিপিপি (Employment Generation program for the poorest) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
4. ২০২০-২১ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে এ মন্ত্রণালয় হতে ২,৪৭৪ কোটি ২৮ লক্ষ ২৯ হাজার ৪৮০ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

**২০২১-২০২২ অর্থবছরঃ**

1. এ অর্থবছরে ১৩ জানুয়ারি-২০২১ পর্যন্ত কাবিখা-কাবিটা কর্মসূচির আওতায় ৩৯৯,৬২,৬২,১৪১/-(তিনশত নিরানব্বই কোটি বাষট্টি লক্ষ বাষট্টি হাজার একশত এক চল্লিশ টাকা মাত্র) এবং ৮৪,৫৭৯.৫৭৫ মে: টন চাল, ৮৪,৭২২.৪৫৭ মে: টন গমসহ বিশেষ কাবিটা খাতে ২১,৬০,০৩,২৫০/- (একুশ কোটি ষাট লক্ষ তিন হাজার দুইশত পঞ্চাশ) টাকার বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কার্যক্রম চলমান।
2. গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচির আওতায় ১ম পর্যায়ে ২৭৮,০০,০০,০০০/- (দুইশত আটাত্তর কোটি) টাকা এবং ২য় পর্যায়ে ৫৫৬,০০,০০,০০০/- (পাঁচশত ছাপান্ন কোটি) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কার্যক্রম চলমান।
3. এ কর্মসূচির অধীন ১ম পর্যায়ে ৩৪০টি উপজেলায় ৮১৬,০১,৩৫,৬৬০/- (আটশত ষোল কোটি এক লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার ছয়শত ষাট) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। মোট উপকার ভোগী ৪,৭৭,৯৯০ (চার লক্ষ সাতাত্তর হাজার নয় শত নব্বই) জন শ্রমিক প্রতি দিন ৪০০ টাকা হারে মজুরি পাবেন।
4. ২০২১-২২ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে এ মন্ত্রণালয় হতে ২,০৭১ কোটি ২৪ লক্ষ ১ হাজার ৫১ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

**দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল বিধিমালা-২০২১**

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (তহবিল পরিচালনা) বিধিমালা ২০২১ এর আলোকে ইতোমধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঢাকায় একটি ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে। জেলা পর্যায়ে হিসাব খোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ মন্ত্রণালয় হতে গত ১৫/৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে ২০৮ নং স্মারকে মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে অনুরোধ করে পত্র দেয়া হয়েছে।

**গৃহ নির্মাণ কর্মসূচিঃ** **-**

(i) মুজিবশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য ২০২০-২০২১ অর্থবছরে টিআর ও কাবিখা কর্মসূচির আওতায় ৬৬,২৯১ টি দুর্যোগ সহনীয় ঘর নির্মাণের জন্য ১১৮৭,৭৩,৫৬,০০০/-(এক হাজার একশত সাতাশি কোটি তেহাত্তর লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার টাকা) বরাদ্দ দেয়া হয়।

(ii) ২০২১-২০২২ অর্থ **বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় ৮টি বিভাগে মুজিব শতবর্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন ‘ক’ শ্রেণির ১৯,৪৭৩টি পরিবারের পুনর্বাসনে ‘দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মাণ বাবদ ৪৭৬,৬৬,৯৪,২৯৯/-(চারশত ছিয়াত্তর কোটি ছেষট্টি লক্ষ চুরানব্বই হাজার দুইশত নিরানব্বই) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।**

**মানবিক সহায়তা বিষয়ক কার্যক্রম**

* ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অগ্নিকান্ড, পাহাড়ধ্বস, কোভিড-১৯, বন্যাসহ অন্যান্য দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মধ্যে জি আর চাল ৫২,১৩৫(বায়ান্ন হাজার একশত পঁয়ত্রিশ) মেঃ টন, জিআর ক্যাশ বাবদ ৩৯৭.১৯ কোটি টাকা, গৃহ মেরামত বাবদ ১৮.৬৪ কোটি টাকা, ঢেউটিন ৬২,১৬২ বান্ডিল, ৫০০০ পিস কম্বল এবং কম্বল ক্রয় বাবদ ৪২.৭৩ (বিয়াল্লিশ কোটি তেহাত্তর লক্ষ টাকা), ৫,০৫,৬০০ (পাঁচ লক্ষ পাঁচ হাজার ছয়শত) কার্টুন শুকনা ও অন্যান্য খাবার, শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ১০.০০ কোটি টাকা), গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ ১০.০০ (দশ কোটি টাকা) বরাদ্দ দেয়া হয়।
* ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ডিসেম্বর -২০২১ পর্যন্ত অগ্নিকান্ড সহ অন্যান্য দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মধ্যে জিআর চাল ৭১,৫৪৭.৫০ (একাত্তর হাজার পাঁচশত সাত চল্লিশ) মেঃটন, জিআর ক্যাশ ১৩১,৪২,২৫,০০০/- (একশত একত্রিশ কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা), গৃহ মেরামত বাবদ ৮৪,৩৬,,০০০/- (চুরাশি লক্ষ ছত্রিশ হাজার) টাকা, ঢেউটিন ২৮১২ (দুই হাজার আটশত বার) বান্ডিল, মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর দপ্তর হতে প্রাপ্ত ২৫,১৯,০০০ (পচিঁশ লক্ষ ঊনিশ হাজার) পিসসহ ২৫,২৭,০০০ (পচিঁশ লক্ষ সাতাশ হাজার) পিস কম্বল,শীত বস্ত্র ক্রয় বাবদ ৪৭,৪১,০০,০০০/-(সাতচল্লিশ কোটি একচল্লিশ লক্ষ টাকা, গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ ৮,৯২,৩০,০০০/-(আট কোটি বিরানব্বই লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ ৭,২০,৩৪,০০০/-( সাত কোটি বিশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার ) টাকা এবং শুকনা ও অন্যান্য খাবার ৪,৬৯,৫১১ (চার লক্ষ ঊনসত্তর হাজার পাঁচশত এগার) কার্টুন/বস্তা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

❖ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ১০০০৬৮৬৯ (এক কোটি ছয় হাজার ঊনষাট) টি পরিবারের জন্য ১,০০,০৬৮.৬৯ (এক লক্ষ আটষট্টি) মেঃটন চাল এবং ৪৫০,৪৪,৭৭,০৫০/- (চারশত পঞ্চাশ কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার পঞ্চাশ টাকা) বিতরণ করা হয়।

❖ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এ পর্যন্ত ভিজিএফ খাতে ১,০০,১৭,৫৫১ (এক কোটি সতের হাজার পাঁচশত একান্ন) জন উপকারভোগীর জন্য ১,০০,১৭৬.৫১ (এক লক্ষ একশত ছিয়াত্তর) মেঃ টন চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

**সামাজিক সহায়তা কর্মসূচীতে মোট বরাদ্দের পরিমাণঃ**

* ২০২০-২১ অর্থবছরে মানবিক সহায়তা কর্মসূচী আওতায় মোট ৮১৩ কোটি ৭৫ লক্ষ ৮৬ হাজার

৫১১ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। শিশু খাদ্য বাবদ ১০ কোটি টাকা এবং গো-খাদ্য বাবদ ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

* ২০২১-২২ অর্থবছরে এ পর্যন্ত মানবিক সহায়তা কর্মসূচী আওতায় মোট ১৮১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। শিশু খাদ্য বাবদ ১০ কোটি টাকা এবং গো-খাদ্য বাবদ ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

**কোভিডকালীন (২৪ মার্চ ২০২০ হতে অদ্যাবধি) বরাদ্দ**

নগদ টাকা ১০৮৬,৯৯,১১,৫১১/- (১ হাজার ৮৬ কোটি ৯৯ লক্ষ ১১ হাজার ৫ শত ১১) টাকা। চাল-৫,১৩,৯১৫ (৫ লক্ষ ১৩ হাজার ৯ শত ১৫) মেঃ টন চাল, শুকনা ও অন্যান্য খাবার-৭,০২,৭০০ (৭ লক্ষ ২ হাজার ৭ শত) প্যাকেট/ বস্তা, ঢেউটিন-৩১,৮০০ (৩১ হাজার ৮ শত) বান্ডিল। গৃহমঞ্জুরি-৯,৫৪,০০,০০০/- (৯ কোটি ৫৪ লক্ষ) টাকা। শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ-৩৯,১৪,০০,০০০/- (৩৯ কোটি ১৪ লক্ষ) টাকা। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ-১৩,৮০,৬০,০০০/- (১৩ কোটি ৮০ লক্ষ ৬০ হাজার) টাকা।

**উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ক কার্যক্রম**

❖ **সেতু কালভার্টঃ-**জানুয়ারি-২০১৯ হতে জুন-২০২২ মেয়াদে গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট প্রকল্পের আওতায় ৬৫৭৮ (ছয় হাজার পাঁচ শত আটাত্তর) কোটি টাকা ব্যয়ে সারাদেশে ১৩০০০ (এক হাজার তিনশত)টি সেতু/কালভার্ট (১,৫৬,০০০ মিটার) নির্মাণ এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৬৭১১ টি ব্রিজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এর মধ্যে সমাপ্ত ৬৩৪১টি ব্রিজ এবং ৩৬০ টি ব্রিজের নির্মাণ কাজ চলমান।

❖ **বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রঃ-**বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় জানুয়ারি-২০১৮ হতে জুন-২০২২ মেয়াদে ১৫০৭ (এক হাজার পাঁচশত সাত) কোটি টাকায় মোট ৪২৩টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প চলমান। এ পর্যন্ত ৩২৭টি প্রকল্পের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে, এর মধ্যে সমাপ্ত ৬০টি এবং ২৬৭টি প্রকল্পের নির্মাণ কাজ চলমান।

❖ **মুজিব কিল্লাঃ** ০১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে ১৯৫৭ (এক হাজার নয়শত সাতান্ন) কোটি টাকা ব্যয়ে মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্প আওতায় ৫৫০টি মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন করা হবে। এ পর্যন্ত সমাপ্ত হয়েছে ১৫টি এবং ১২৯টির নির্মাণ কাজ চলমান।

❖ **হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি):-** গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসই করণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ প্রকল্পের আওতায় জানুয়ারি-২০১৯ হতে জুন-২০২২ মেয়াদে ৩৩৪৭ (তিন হাজার তিনশত সাত চল্লিশ) কোটি টাকা ব্যয়ে ২য় পর্যায়ে ৫২০৫.০০ (পাঁচ হাজার দুইশত পাঁচ) কিলোমিটার রাস্তা হেরিং বোন বন্ডকরণ এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত সমাপ্ত ২৭১৪৬৫ (দুই লক্ষ একাত্তর হাজার চারশত পঁয়ষট্টি) কি:মি:। নির্মাণ কাজ চলমান।

❖ **ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রঃ-**উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র (২য় পর্যায়) নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় জুলাই-১৬ হতে জুন-২০২২ মেয়াদে ৫৫৬ (পাঁচ শত ছাপ্পান্ন) কোটি টাকা ব্যয়ে উপকূলীয় ১৬টি জেলায় ২২০টি বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত সমাপ্ত ২১৩টি। ০৬টির নির্মাণ কাজ চলমান।

❖ **ত্রাণ গুদাম কাম তথ্য কেন্দ্র নির্মাণঃ**-দেশের ৬৪টি জেলায় ১২৭ (একশত সাতাশ) কোটি টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি- ২০১৮ হতে জুন-২০২২ মেয়াদে ৬৬টি ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ পযন্ত ৬৬ টি প্রকল্পের দরপত্র আহবান করা হয়েছে, এ পর্যন্ত সমাপ্ত ৩০টি। অবশিষ্ট প্রকল্প গুলোর নির্মাণ কাজ চলমান।

❖ **উদ্ধার সরঞ্জামাদি ক্রয়ঃ-**The Disaster Risk Management Enhancement Project (DRMEP), প্রকল্পের আওতায় জুলাই ২০১৬ হতে জুন. ২০২২ মেয়াদে ৬২০ (ছয়শত বিশ) কোটির অধিক টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগে উপকূলীয় ১২টি জেলার ৩৫টি উপজেলায় উদ্ধার সরঞ্জমাদি ক্রয় ও দুর্যোগ পরবর্তী পূনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

❖ নভেম্বর/ ২০২০ থেকে অক্টোবর/ ২০২৩ মেয়াদে ২২৭৫৯৯.১০ (দুই হাজার দুইশত পঁচাত্তর কোটি নিরানব্বই লক্ষ দশ হাজার) টাকা ব্যয়ে ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগকালে অনুসন্ধান, উদ্ধার অভিযান পরিচালনা এবং জরুরি যোগাযোগের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়ের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

**ঘূর্ণিঝড় প্রস্ত্ততি কর্মসূচি (সিপিপি)**

* সিপিপি’র ৭৬,০২০ জন সেচ্ছাসেবকের মধ্যে নিম্নবর্ণিত উপকরণ সামগ্রী প্রদানের কার্যক্রম চলমানঃ-

১. ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (ভেস্ট, রেইন কোর্ট, লাইফ জ্যাকেট, হেলমেট, গাম বোট।

২. প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যাগ (মেগা ফোন, হ্যান্ড সাইরেন, রেডিও, চর্ট লাইট)

৩. সংকেত পতাকা।

৪. উদ্ধার ব্যাগ।

**বিবিধ**

১. প্রতি বছর ২০টি করে ৩ বছরে মোট ৬০টি Multipurpose Accessible Rescue Boat বন্যাপ্রবণ জেলাসমূহে সরবরাহ করা হবে। ইতোমধ্যে ১২টি জেলায় ১২টি বোট সরবরাহ করা হয়েছে। জেলাগুলো হলো সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, বগুড়া, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, নীলফামারি, মানিকগঞ্জ, পিরোজপুর, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, এবং রাজবাড়ি। অবশিষ্ট বোট সমূহ ২০২২ সালের মধ্যেই সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

২. ‘কাউকে বাদ দিয়ে নয়’ (Leaving no one behind) সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতির আলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে অন্যদের পাশাপাশি নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩. Disability inclusive Disaster Risk Management’সংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্সের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ‘প্রতিবন্ধিতা বান্ধব দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল’এবং ‘দুর্যোগ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন এবং নিরাপদ উদ্ধার ও অপসারণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল’ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারাবিলিটি স্টাডিজ বিভাগের ৪১ জন শিক্ষার্থী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর অর্থায়নে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রমের সমীক্ষার জন্য ০৭ জেলার ০৭ টি উপজেলায় কাজ করছে।

৫.বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে বিভিন্ন উপকরণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ হয়েছে।

**২০২১-২২ অর্থবছর হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ছাড়কৃত বরাদ্দ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ক্রম** | **কর্মসূচি** | **খাতের নাম ও বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ** |
| ০১। | **গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা)। (১ম কিস্তি)**  **(বরাদ্দঃ ২৯/০৮/২০২১ তারিখ।**  **মেয়াদ শেষ হবে ৩০/১২/২১ তারিখ)।** | (১) নির্বাচনী এলাকা (২৬৩টি)  মোটঃ ১৯৮,৭৯,৯৭,০১৬/৪২৬ টাকা ও ৪২,০৬৫/৪১ মে.টন চাল ও গম।  (২) সংরক্ষিত মহিলা আসন (৫০টি) মোটঃ ১২,৬৪,৫৬,৯২৮/৩০ টাকা ও ২,৬৭৫/৭৯ মে.টন চাল ও গম।  (৩) আংশিক সিটি কর্পোরেশনভু‌ক্ত নির্বাচনী এলাকার (১৭টি) আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে বরাদ্দের বিভাজন: মোটঃ ৭,৪১,২৬,১৬৩/৮১ টাকা, ১৫৬৮/৪৮৭ মে.টন চাল ও ১৫৬৮/৪৮৭ মে.টন গম।  (৪) উপজেলা ভিত্তিক (৪৯২টি)।  মোটঃ ১৮০,৭৬,৮২,০৩৩/২৫ টাকা, ৩৮,২৫০ মে.টন চাল ও ৩৮,২৫০ মে.টন গম |
| ০২। | **গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর)। (১ম কিস্তি)**  **(বরাদ্দঃ ১২/০৯/২০২১ তারিখ, মেয়াদ শেষ হবে ৩১/০১/২০২২ তারিখ)** | (১) নির্বাচনী এলাকা (৩০০টি) মোটঃ ১৪৮,৭৩,০০,০০০/- টাকা  (২) সংরক্ষিত মহিলা আসন (৫০টি) মোটঃ ৮,৩৪,০০,০০০/- টাকা  (৩) বিভাগীয় কমিশনার-(৮টি) মোটঃ ৪,১৭,০০,০০০/- টাকা  (৪) জেলা প্রশাসক ৬৪ টি মোটঃ ৮,৩৪,০০,০০০/- টাকা  (৫) সকল উপজেলা পরিষদ মোটঃ ৯৭,৩০,০০,০০০/- টাকা  (৬) পৌরসভা (৩২৭টি) মোটঃ ১১,১২,০০,০০০/- টাকা। |
| **মোটঃ** | **২৭৮.০০ কোটি টাকা।** |
| ০৩। | **গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর)। (২য় কিস্তি)**  **(বরাদ্দঃ ২৩/১২/২০২১ তারিখ, মেয়াদ শেষ হবে ৩০/০৪/২০২২ তারিখ)** | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি.আর) খাতে ২য় কিস্তিতে নির্বাচনী এলাকা, সরংক্ষিত মহিলা আসন, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ এবং পৌরসভার বিপরীতে ১ম কিস্তির দ্বিগুন হারে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।  মোট বরাদ্দঃ ৫৫৬.০০ কোটি টাকা। |

**বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের জন্য মানবিক সহয়তা কার্যক্রম**

১. ১৯৯২ এর পর থেকে বিভিন্ন সময়ে আগত এবং বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থানরত মিয়ানমার রোহিঙ্গা নাগরিকের সংখ্যা প্রায় ১১ লক্ষ। কেবল ২০১৭ সালের ২৫ আগস্টের পর মাত্র কয়েক সপ্তাহে সাড়ে ছয় লক্ষের অধিক নির্যাতিত, বিতাড়িত রোহিঙ্গা মায়ানমার নাগরিক বাংলাদেশে প্রবেশ করে। নজিরবিহীন এ ঘটনা বিশ্ব বিবেককে নাড়া দেয়। এসময় মানবিক কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁদের সাময়িক আশ্রয়ের নির্দেশ দেন।

২. জাতিসংঘে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গাদের মর্যাদাপূর্ণ ও নিরাপদ প্রত্যাবাসনের স্বপক্ষে প্রস্তাবনা পেশ করেছেন। তিনি জাতিসংঘের ৭৬তম অধিবেশনে বলেন, ‘‘**রোহিঙ্গা সংকটের সৃষ্টি মিয়ানমারে। সমাধানও রয়েছে মিয়ানমারের হাতে। রাখাইন রাজ্যে তাদের মাতৃভুমি। সেখানে তাদের নিরাপদ, টেকসই ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমেই কেবল এ সংকটের স্থায়ী সমাধান হতে পারে।**”

৩. বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের সংকটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অসামান্য মানবিকতার স্বীকৃতি স্বরূপ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম কর্তৃক তাঁকে Mother of Humanity উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। দূরদর্শী নেতৃত্ব, মানবিকতা ও সুবিবেচনা প্রসূত নীতি গ্রহণের জন্য তিনি Inter Press Service (IPS) International Achievement Award এবং 2018 Special Distinction Award for Leadership-এ ভূষিত হন।

৪. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে সমন্বয়পূর্বক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় স্থানীয় জনসাধারণ, প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় তাৎক্ষণিক তাঁদের জন্য বাসস্থান, খাদ্য, চিকিৎসাসহ সকল প্রকার মানবিক সহায়তার ব্যবস্থা করে।এরপর থেকে বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় রোহিঙ্গার নিত্যদিনের সকল প্রকার মৌলিক চাহিদা, নিরাপত্তা ও মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করে আসছে। গত চার বছরে একটি মানুষও অনাহারে কিম্বা বিনা চিকিৎসায় মারা যায়নি, লঙ্ঘিত হয়নি কারো মৌলিক মানবাধিকার।

৫. কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফে প্রায় ৬,৫০০ একর সরকারি ভূমিতে রোহিঙ্গাদের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে প্রায় ৫১ জন কর্মকর্তাকে সংকটের শুরু থেকে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়ে পদায়ন করা হয়েছে। এলজিইডি, ডিপিএইচই, ডিজি হেলথ সার্ভিস, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, সমাজসেবা বিভাগ, ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স, এপিবিএন, জেলাপুলিশ এবং আনসার হতে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সদস্য উক্ত কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকায় সরকারের অর্থায়নে নিরাপত্তা বেষ্টনী হিসাবে কাঁটাতারের বাউন্ডারি নির্মাণ কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে। বর্তমানে কক্সবাজারে ৩৩ টি ক্যাম্প ও ভাসানচরে ১টি মোট ৩৪ টি ক্যাম্পে (প্রতিটি ক্যাম্পে নূন্যতম ৭,০০০ জন থেকে শুরু করে প্রায় ৫০,০০০ জন জনগোষ্ঠী বসবাস করে)।

৬. এসকল ‘বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক'দের মানবিক সহায়তার কার্যক্রম এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত করা হয়েছে। জনসংখ্যার অতি ঘনবসতি ও পরিবেশের অতি ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ১ (এক) লক্ষ ‘বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক’কে নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার চরঈশ্বর ইউনিয়নের ভাসানচরে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত ০৩ ডিসেম্বর ২০২০ হতে ০৬ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ৫,০৫৫ পরিবারের ১৯,৭৬৯ জন ‘বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক’কে ভাসানচরে স্থানান্তর করা হয়েছে। স্থানান্তর কার্যক্রম চলমান।

৭. ভাসানচরে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম জাতিসংঘের সংস্থাসমূহকে সম্পৃক্তকরণের জন্য গত ০৯ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে UNHCR -এর সাথে এ বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারকে পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ ভাসানচরে মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে বাংলাদেশ সরকার সহায়তা দিতে শুরু করেছে।

৮. বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক (রোহিঙ্গা) বিভিন্ন সময়ে মাদক দ্রব্য পাচারসহ বিভিন্ন অপরাধ কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ছে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয়দের সাথে মিশে যাচ্ছে। অনেকে বাংলাদেশের NID কার্ড ও পাসপোর্ট করার চেষ্টা করছে। এ সকল বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সজাগ থাকার জন্য জেলা প্রশাসকদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও ইউএনএইচসিআর এর যৌথ ভেরিফিকিশনে ডাটাবেইজে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রবেশাধিকার রাখার বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, খুব দ্রুতই এ ব্যাপারে ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে। এতে করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী জন্মনিবন্ধণ, পাসর্পোট ইত্যাদি যেন না পায় তা নিশ্চিত করা যাবে।

৯. ২৫ আগস্ট ২০১৭ সালের পর এ এলাকার গাছ-গাছালি ও সংরক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস করে। পরবর্তীতে বন বিভাগের সহায়তায় এ এলাকায় প্রায় ১৮ লক্ষ ৯০ হাজার বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে। পরিবেশ ধীরে ধীরে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসছে। আসন্ন বর্ষা মৌসুমে আরও কয়েক লক্ষ বৃক্ষ রোপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১০. ক্যাম্পসমূহে জন্মহার ৩.৫৩%। বলপূর্বক ব্যস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকগণ জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণে আগ্রহী নয়। জনসংখ্যা ‍নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ ও বিভিন্ন এনজিও থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১১. কক্সবাজারে জাতিসংঘের প্রায় ২৯৬ জন ও আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থার প্রায় ৭০০ জন কাজ করে। ২০১৮ সালের পর ২৬০০ জন বিদেশী লোক কাজ করত। বর্তমানে কোডিভের কারণে এ সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

১২. বিশাল এ ব্যস্তচ্যুত জনগোষ্ঠীর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজে জেলা প্রশাসনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলপূর্বক ব্যস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের মানবিক সহায়তা কার্যক্রম ও আইন-শৃংখলা সংক্রান্ত কাজে জেলা প্রশাসক কক্সবাজার ও নোয়াখালী এবংবিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। এ সকল মিয়ানমার নাগরিকরা অন্য জেলায় পালিয়ে গেলে তা সনাক্তকরণ ও আইনের আওতায় আনতে অন্য জেলার জেলা প্রশাসকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।